দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬ ..

শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যয়ী ভূমিকা পালন করেছেন আনোয়ারা মনসুর

মরজিনা চৌধুরী

মুসলিম জাগরণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বেগম রোকেয়া নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাগ্রগণ্য। অনেক রক্ষণশীল পরিবারও নিজ কন্যা সন্তানকে অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে দু'চার জন সাহসী নারী সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে নিজেকে তো শিক্ষিত করে তুলেছেনই, শিক্ষা বিস্তারেও প্রচুর অবদান রাখার পাশাপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন; কাজী আনোয়ারা মনসুর তাঁদেরই একজন। দেশে এবং দেশের বাইরে অনেক মেয়ের কাছেই আজ "বুলু আপা" নামটি বহুল পরিচিত। যিনি আজমপুর কলোনিস্থ অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২৩ সালে খুলনা শহরে নানার বাড়িতে কাজী আনোয়ারা মনসুরের জন্ম। পৈতৃক ভিটা বাগেরহাট। বাবা মরহুম কাজী আবদুর রাজ্জাক। মা মরহুমা রহিমন্নেসা খানম। কাজী আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন একজন প্রগতিশীল, শিক্ষানুরাগী ও নারী শিক্ষার পক্ষপাতী। যিনি নিজেও অনেক সংগ্রাম করে নিজ মেধা বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দুই ভাই তিন বোনের মধ্যে আনোয়ারা মনসুর মেজ। তাঁর এক যমজ বোন রয়েছেন কাজী জাহান আরা খান। তিনি প্রথম মহিলা যিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৪৫ সালে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

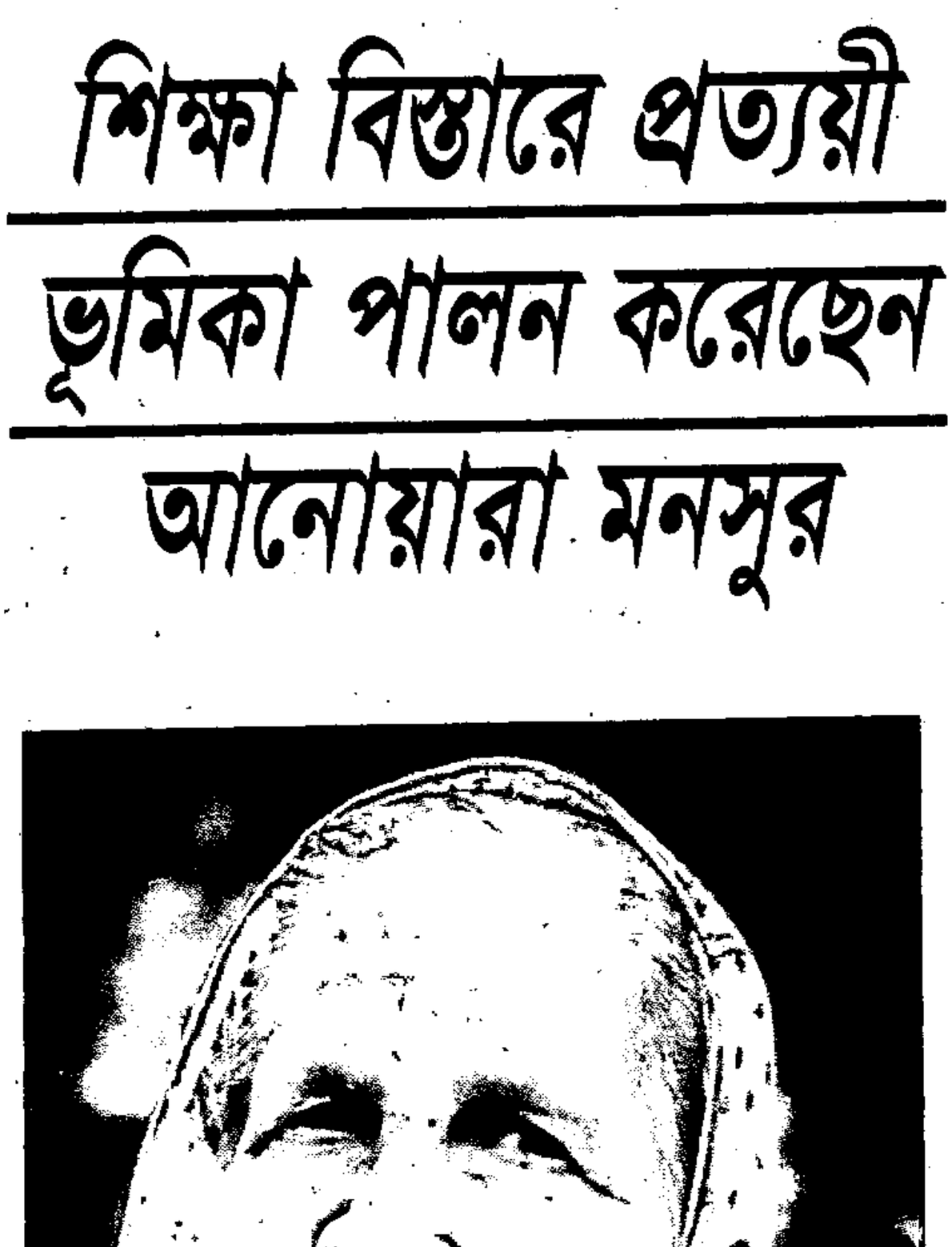

আনোয়ারা মনসুর ১৯৪০ সালে কলকাতা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৪২), কলকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে আরবী বিষয়ে অনার্স (১৯৪৪) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স, বিএড ও এমএড ডিগ্রী লাভ করেন। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডডি (১৯৮০) ডিগ্রীও নেন।

১৯৪৩ সালে ইন্ডিয়ান আর্মি কোরের কাজী আবুল মনসুরের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

তাঁর শ্বশুর বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়ার কোন সুযোগ বা অধিকার ছিল না। কিন্তু স্বামীর উৎসাহ, প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় শ্বশুরবাড়ির প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। প্রথম কন্যা জন্মানোর কারণে সঠিক সময়ে তিনি মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারেননি। দেশ বিভাগের পর আনোয়ারা মনসুর ঢাকায় চলে আসেন।

সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবাহিত মেয়েদের জন্য থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এজন্যও তাঁর লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। পরে তাঁর বিশেষ আবেদনের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পান। সে সময় তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে বিবাহিত মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ দানের জন্যও আবেদন ও চেষ্টা করেন।

ময়মনসিংহে স্বামীর যখন চাকরিস্থল তখন আনোয়ার মনসুর প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন বিদ্যাময়ী স্কুলে (১৯৪৭-৪৯)। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় এসে কামরুন্নেসা স্কুলে যোগদান করেন। এসময় স্বামী লন্ডনে গেলে তিনিও তাঁর সঙ্গী হন এবং সেখানে মন্টেসারি ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় ফিরে আবার কামরুন্নেসা স্কুলে যোগ দেন।

এই সময় তৎকালীন চীফ সেক্রেটারির স্ত্রী মিসেস আজিজ আহমেদ, সামসুন্নাহার মাহমুদ এবং মিসেস ভিকারুননিসা নূনসহ রমনা প্রিপারেটরি স্কুল কমিটির আহ্বানে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে যোগ দেন। সেখানে (১৯৫৪-৫৬) কর্তব্যরত অবস্থায় সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় সাহায্য করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। এই লক্ষ্যে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আজিমপুর সরকারী কলোনি লেডিস ক্লাব ও চিলড্রেন প্লে গ্রাউন্ডের জমি সরকারের কাছ থেকে লিজ নেন। এতে চাকরিজীবী কলোনির বাসিন্দাদের সমর্থন লাভ করলেও প্রবল বিরোধিতা ও বাকবিতণ্ডার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আনোয়ারা মনসুর নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন।

অতঃপর ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী আতাউর রহমান খান ১৪টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটি তাঁবুর নিচে আজিমপুর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের উদ্বোধন করেন। এই সাথে প্যান্ডেলিয়ন করে স্কুলের কাজ চলতে থাকে। এরপরেও জায়গা নিয়ে বিরোধ বিসংবদ চলতেই থাকে। আনোয়ারা মনসুর অনমনীয় থেকে পর্যায়ক্রমে স্কুলটির কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকেন। টিনশেড করার পর ১৯৬৬ সালে স্কুলটিকে শুধু মেয়েদের জন্য করা হয়। নামকরণ করা হয় "অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়।"

বর্তমানে এই স্কুলে কলেজ শাখা খোলা হয়েছে। আনোয়ারা মনসুর কলেজের অধ্যক্ষা এবং তাঁর কনিষ্ঠ বোন রোকেয়া মান্নান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।

১৯৪৭ সাল থেকে চাকরি করে, সংসারের সব দায়িত্ব পালন করে, লেখাপড়া করে স্কুল-কলেজের দায়দায়িত্ব আজ পর্যন্ত পালন করে-চলেছেন আনোয়ারা মনসুর। এই বয়সেও তিনি উদ্যমী, পরিশ্রমী, আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী।